তারিখ 11/9/78 ... ...
পৃষ্ঠা ... . কলাম ... ...

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ২৫শে ভাদ্র, ১৩৮৫

—তবু বিশ্বাস করিতে হয়

কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা বিশ্বাস করিতে মন চায় না। তবু বিশ্বাস করিতে হয়। কারণ ঘটনাগুলি নিছক ঘটনা হইলে নাম-ধাম সহযোগে দিনের পর দিন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এর কোন প্রতিকার হইতেছে না। ফলে গরীব প্রাথমিক শিক্ষক একশ্রেণীর রক্তচোষার কবলে পড়িয়া দিন দিন রক্তশূন্য হইতেছে। এই রক্তশূন্য হওয়ারই বিচিত্র বিবরণ বাহির হইয়াছে গতকাল ইত্তেফাকের পাতায়। মফস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতারা এই খবর পরিবেশন করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাকুন্দিয়া থানার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রকার বকেয়া বিলের টাকা পাওয়ার জন্য শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ সেলামী দিতে হয়। থানার বড় আজলদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক ১৮ শত টাকার বকেয়া বিল আদায় করিতে গিয়া নাকি ৯০০ টাকা সেলামী দিয়াছেন। প্রকাশ, এছাড়া শিক্ষকদের বদলীর জন্য দুইশত হইতে ক্ষেত্রভেদে দুই হাজার টাকা নজরানা দিতে হয়। চণ্ডীপাশা থানার জনৈক প্রাথমিক শিক্ষক নাকি বদলীর 'নো-অবজেকশন' সার্টিফিকেটের জন্য ২২৫ টাকা দক্ষিণা দেন। কিন্তু বহু সাধ্য সাধনা করিয়া বাকী দুইশত টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বদলী বাতিল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে উক্ত থানা শিক্ষা অফিসের জনৈক পরিদর্শক নাকি স্কুল পরিদর্শন না করিয়াই মন্তব্য বইয়ে মন্তব্য লিখিয়া দেন। নোয়াখালী, রংপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলা সহ আরও অনেক জেলার বিভিন্ন এলাকা হইতে একই ধরনের অভিযোগ করা হইয়াছে। হাজার টাকার বিলের জন্য বিলদাতাগণ সেলামী বাবত ৫০০ টাকা কাটিয়া লইতেছেন। রক্তচোষা আর কাকে বলে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রক্তচোষার এই উপদ্রব শুধু প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, মাধ্যমিক স্কুলের জন্য মঞ্জুরীকৃত টাকা আনিতে গেলেও যথেষ্ট নজরানা দিতে হয় সে কাহিনীও আমাদের সুবিদিত। পরিবার পরিকল্পনা দফতরে নূতন কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে হাজার-দুই হাজার টাকা করিয়া আদায় করা হইয়াছে, পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিছুকাল আগে রেলেও এই ব্যাধি ছিল। এক ধরনের টাউট কর্মচারী চাকুরীর লোভ দেখাইয়া অর্থ আদায় করার রীতিমত ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই দুষ্ট ব্যাধি এমনই সংক্রামক যে, এর অভিশাপ হইতে মুক্ত থাকাই যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর মূল আর্থিক সংকট এবং ক্রমপ্রসারমান বেকারত্বের বিভীষিকা। প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে স্কুল-কলেজ হইতে পাস করিয়া চাকুরীর জন্য ভিড় করিতেছে। অথচ নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইতেছে না। অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে তাতে কারো মৃত্যু হইলে কিংবা একজন অবসর গ্রহণ করিলেই কেবল একটি পদ খালি হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই অবস্থার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ামাত্র জনসভার আকার ধারণ করিয়া যায়। আর এর সুযোগে অসৎ ব্যক্তিরা কিছু উপরি পয়সা হাতড়াইয়া নেওয়ার চেষ্টা করে। এমত অবস্থায় চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি ভিন্ন হয়তো এই ব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় করা যাইবে না। তবে তৎপর হইলে বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব।

বিষয়টির প্রতি আগেও আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। আবারও করিতেছি এবং তাহা এই আশা নিয়া যে, কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত প্রতিকারে তৎপর হইবেন।